# মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৪০২

মুসনাদে উসমান বিন আফফান (রাঃ) [উসমানের বর্ণিত হাদীস] (مسند عثمان بن عفان)

আরবী

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا ـ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ ـ قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قِيلَ لِعَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا، فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ: فَقَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ ؟ قَالَ: بَلَى

حديث حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن حرملة ـ وهو عبد الرحمن بن حرملة بن عمروبن سَنَّة الأسلمي ـ فقد روى له مسلم حديثاً واحداً في القنوت متابعة، وهو مختلف فيه، وثَّقه ابن نمير، وقال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال السَّاجي: صدوق يهم، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يخطىء، وضعفه يحيى بن سعيد القطان ولم يدفعه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: لم أرَ في حديثه حديثاً منكراً، وقال في " التقريب ": صدوق ربما أخطأ
وأخرجه النسائي 5 / 152 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (424) ، وانظر (431) و (432)
وله شاهد عند أحمد سيرد في مسند علي برقم (707) وسنده قوي، فيتقوى به
وقوله: " إذا ارتحل فارتحلوا "، قال السندي في " حاشية النسائي " 5 / 152 : أي ارتحلوا معه ملبِّين بالعمرة ليعلم أنكم قدَّمتم السنة على قوله، وأنه لا طاعة له في مقابلة السنة

وقوله: " فلم تسمع رسول الله " ، يريد: فلم تشاهد رسول الله، فوضع " تسمع " موضع ترى وتشاهد. ومنه قول المتنبي
فِي جَحْفَلٍ سَتَرَ العُيونَ غُبارُهُ ... فكأنَّمَا يُبْصِرْنَ بالآذانِ

বাংলা

৪০২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, উসমান যখন হজ্জ করতে বেরিয়ে গেলেন, তখন পথিমধ্যে আলী (রাঃ) কে বলা হলো যে, তিনি তামাত্তু’ হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আলী (রাঃ) তার সাথীদেরকে বললেন, উসমান (রাঃ) যখন রওনা হন তখন তোমরাও রওনা হও। তখন আলী ও তার সাথীরা উমরার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। উসমান এ বিষয়ে আলীকে কিছু বললেন না। তখন আলী তাকে বললেন, আমাকে যে জানানো হলো আপনি তামাত্তু’ হজ্জ করতে নিষেধ করেছেন তা কি সত্য নয়? উসমান (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, সত্য। আলী (রাঃ) বললেনঃ আপনি কি শোনেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু’ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, শুনেছি।”

[নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ-৪২৪, ১১২৪, ১১৪৬]

ফুটনোট

* হজ্জে তামাত্তু’ হচ্ছে, উমরা ও হজ্জের জন্য পৃথক পৃথক ইহরাম বাধা, অর্থাৎ উমরা আদায় করার পর ইহরাম খুলবে। তারপর হজ্জের পূর্ব মুহূর্তে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। তামাত্তু’কারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব। কুরবানীর পশু সাথে না এনে থাকলে উমরা করার পর ইহরাম খুরবে। আর কুরবানীর পশু এনে থাকলে ইহরাম খুলবে না। ১০ই জিলহজ্জ কুরবানী করার পর ইহরাম খুলবে। উসমান (রাঃ) তামাত্তু’করতে অর্থাৎ ইহরাম খুলতে এজন্য নিষেধ করেছিলেন যে, তাদের সাথে কুরবানীর পশু আনা হয়েছিল আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাত্তু’ করেছিল এ কারণে যে, তার সাথে কুরবানীর পশু আনা হয়নি। -সম্পাদক

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=63226

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন